ঝিনাইদহের তপন ও রিক্তা কুষ্টিয়ায় র‍্যাবের গুলিতে নিহত

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

১৮ জুন ২০০৮ কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বাড়াদি গ্রামে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পশ্চিম বিষয়খালী গ্রামের আব্দুর রশিদ মালিথা ওরফে তপন ওরফে দাদা তপন (৪৮) এবং ব্যাপাড়ী পাড়া গ্রামের নাছিমা আক্তার রিক্তা (১৮)কে র‍্যাব গুলি করে হত্যা করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য থেকে জানা গেছে।

মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* ঘটনাটি সরজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে *অধিকার* কথা বলে

- নিহতদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- প্রতিবেশী
- লাশের ময়নাতদন্তকারী ডাক্তার ও মর্গসহকারী এবং
- সংশ্লিষ্ট র‍্যাব ও পুলিশের সঙ্গে।

ইবাদত হোসেন মালিথা (৭৫), আব্দুর রশিদ মালিথা ওরফে তপনের বাবা, পশ্চিম বিষয়খালী, ঝিনাইদহ

ইবাদত হোসেন মালিথা *অধিকার*কে বলেন, তাঁর ছয় সন্তানের মধ্যে প্রথম ছিলেন আব্দুর রশিদ মালিথা (৪৮)। তিনি বলেন, গ্রামের মাদ্রাসা থেকে আলীম পাশ করে রশিদ খুলনায় গিয়ে *গণ সাহায্য সংস্থা* নামের একটি এনজিও-তে কাজ করতেন। ১৯৮৮ সালে তিনি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ইবাদত বলেন, অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে রাজনীতি থেকে ফেরানো যায়নি। এক সময় রশিদ কুষ্টিয়ায় বসবাস শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি পার্টির সর্বোচ্চ ফোরাম পলিটব্যুরোর সদস্যপদ লাভ করেন। ২০০০ সালের ২৫ জানুয়ারী তিনি পার্টির খুলনা বিভাগীয় প্রধান নির্বাচিত হলে তাঁর নামের সঙ্গে পার্টির দেওয়া নাম 'তপন' যোগ হয়। পরবর্তীতে তিনি 'দাদা তপন' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তপনের বাবা বলেন, ২০০২ সালের ১৪ জুন তপন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি-এমএল জনযুদ্ধ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। তিনি *অধিকার*কে বলেন, ১৮ জুন ২০০৮ সকালে বিভিন্ন লোকের মুখে তিনি সংবাদ পান, তপন র‍্যাবের হাতে নিহত হয়েছেন। সকাল ৮.০০টার টিভি সংবাদ দেখে তিনি তপনের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হন। তিনি বলেন, সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে ৪/৫ গাড়ী র‍্যাব ও পুলিশের পাহারায় তাঁর জামাই সেলিম তপনের লাশ বাড়ী নিয়ে আসেন। ইবাদত বলেন, নিহত তপনের শরীরে ৬টি গুলির চিহ্ন ছিল। তড়িঘড়ি করে রাত ১১.০০ টার দিকে র‍্যাব ও পুলিশ তপনের লাশ দাফন করে চলে যায়।

আলেয়া বেগম (৪৫), রিক্তার মা, অশ্বস্থলী গ্রাম, সদর উপজেলা, ঝিনাইদহ

আলেয়া বেগম *অধিকার*কে বলেন, তাঁর ২টি বাড়ি। একটি বাড়ী অশ্বস্থলী গ্রামে এবং আরেকটি বাড়ী ঝিনাইদহ শহরের ব্যাপারী পাড়ায়। তিনি বলেন, তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ছোট মেয়ে নাছিমা আক্তার রিক্তা (১৮) ছিলেন তাঁর তিন সন্তানের মধ্যে সবার ছোট। তিনি জানান, রিক্তা ছিলেন এ্যাজমার রোগী। এ কারণে তাঁকে নিয়মিত চিকিৎসা নিতে হত। দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর রিক্তা লেখাপড়া ছেড়ে সংসারের হাল ধরেন। রিক্তা কুষ্টিয়া থেকে শাড়ী ও থ্রি-পিচ কিনে এনে সেগুলোতে হাতের কাজ করে ঝিনাইদহে বিক্রি করতেন। ব্যবসায়িক কাজে রিক্তা মাঝে মাঝে রাতে কুষ্টিয়ায় থাকতেন। তিনি বলেন, মারা যাওয়ার প্রায় এক মাস আগে থেকে হাতের কাজ ভালভাবে শেখার জন্য আরো দুটি মেয়ের সঙ্গে রিক্তা কুষ্টিয়ায় একটি মেসে থাকতেন এবং সপ্তাহে ২/৩ বার বাড়ীতে আসতেন। রিক্তার মা বলেন, শেষবার ১৬ জুন ২০০৮ তারিখে রিক্তা বাড়ীতে আসেন এবং ওই দিনই আবার কুষ্টিয়ায় ফিরে যান। ১৮ জুন ২০০৮ সকালে টিভিতে রিক্তার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি বড় মেয়ের স্বামী আসাদুজ্জামানকে সংবাদটি জানান। আসাদুজ্জামান কুষ্টিয়ায় গিয়ে র‍্যাব হেফাজতে রিক্তার লাশ দেখে নিশ্চিত হন, র‍্যাবের গুলিতে রিক্তা নিহত হয়েছেন। সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে র‍্যাব ও পুলিশের পাহারায় আসাদুজ্জামান রিক্তার লাশ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, রিক্তার মাথায় ও পায়ে

একটি করে গুলির চিহ্ন ছিল। তিনি দাবী করেন, তাঁর মেয়ে হস্তশিল্পের কাজ করতেন, কোন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাÉর সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তিনি বলেন, রিক্তার বিরুদ্ধে কোন থানায় কোন মামলা কিংবা জিডিও ছিল না। তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে যদি কোন অপরাধ করেও থাকে, তবে বিচার না করে কেন তাঁকে হত্যা করা হল? তিনি সরকারের কাছে তাঁর মেয়ের হত্যার বিচার দাবী করেন।

গোলাম হোসেন আকাশ, তপনের ভাই ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী

কুষ্টিয়ার চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের হেফাজতে থাকা অবস্থায় কোর্টের পুলিশ পরিদর্শক জাফরের মাধ্যমে গোলাম হোসেন আকাশ (৩৫) *অধিকার*কে বলেন, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি-এমএল জনযুদ্ধের প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁর ভাই তপন তাঁকে দলের কাজে যুক্ত করেন। তিনি বলেন, তপন অস্ত্র বা গুলি কিংবা রাজনৈতিক বইপত্র তাঁর বাড়ীতে রাখতেন। আকাশ বলেন, ১৮ জুন ২০০৮ রাত ২.০০টার দিকে শুনতে পান, কে যেন গেটের কড়া নাড়ছে। তিনি ঘুম থেকে উঠে গেট খুলতে গেলে র‍্যাব সদস্যরা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তাঁর হাতে হ্যান্ডকাফ লাগান এবং কোমরে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেন। তাঁরা বন্দুকের নল দিয়ে তাঁর পাঁজরে আঘাত করেন এবং উপুড় করে ফেলে বুট দিয়ে মাড়িয়ে তাঁর বাম পা ভেঙ্গে ফেলেন। বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করার পর র‍্যাব সদস্যরা তাঁর কাছে তপনের ঠিকানা জানতে চান। তিনি বলেন, এর পর র‍্যাব তাঁকে নিয়ে ভোর ৪.০০টার দিকে তপনের বাড়ীতে যায়। বাড়ীর ভিতরে ঢুকে কয়েকজন র‍্যাব সদস্য তাঁর ভাই তপনকে ধরে রাখে এবং কয়েকজন তাঁকে কাছ থেকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করে। তিনি বলেন, ওই সময় রিক্তা তপনের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী আকাশ বলেন, একইভাবে র‍্যাব সদস্যরা রিক্তার মাথায় ও পায়ের পাতায় অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

আকাশ বলেন, প্রচÉ মারধর করার পর র‍্যাব সদস্যরা সকাল ৭.০০ টার দিকে তাঁকে আবার তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান।

- *র‍্যাব-১২-এর হেফাজতে ৮ দিনের রিমান্ডে থাকাকালে তৃতীয় দিনে (২৬ জুন ২০০৮) আকাশ 'ক্রসফায়ারে' নিহত হন।*

আজমেরী ফেরদৌসী আঁখি (২৪), গোলাম হোসেন আকাশের স্ত্রী

কুষ্টিয়ার উদিবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা, তপনের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী আজমেরী ফেরদৌসী আঁখি *অধিকার*কে বলেন, ১৮ জুন ২০০৮ রাত ২.০০টার দিকে তাঁদের বাড়ীর গেটে জোরে জোরে শব্দ হলে তাঁদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাঁর স্বামী দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একদল র‍্যাব সদস্য তাঁর স্বামীর হাত দু'টি পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেন। তিনি বলেন, এর পর প্রচুর সংখ্যক র‍্যাব সদস্যে তাঁদের বাড়ী ভরে যায়। আঁখি বলেন, র‍্যাব সদস্যরা তাঁর স্বামীকে অন্য একটি রুমে নিয়ে পেটাতে থাকেন এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং তপন কোথায় জিজ্ঞেস করতে থাকেন। তখন তাঁর স্বামী ঘরে থাকা ১,৫০০ গুলি ও ১টি পিস্তল, প্রায় পাঁচ হাজার পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির-এমএল জনযুদ্ধের দলীয় মাসিক বুলেটিন ও রাজনৈতিক বইপত্র এবং একটি কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন ও প্রিন্টার বের করে দেন। ভোর ৪.০০টার দিকে একদল র‍্যাব সদস্য তাঁর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে তপনকে খুঁজতে বাইরে চলে যায় এবং অন্য একদল র‍্যাব সদস্য তাঁদের বাড়ী ঘেরাও করে রাখে। তিনি বলেন, সকাল ৭.০০টার দিকে র‍্যাব সদস্যরা আবার তাঁর স্বামীকে নিয়ে তাঁদের বাড়ীতে ফিরে আসে। আঁখি বলেন, ফিরে আসার পর তিনি দেখেন, র‍্যাবের পিটুনিতে আকাশের কপাল, বাহু মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে এবং বৈদ্যুতিক শক্ দেওয়ার ফলে তাঁর আঙ্গুলগুলো থেকে রক্ত ঝরছে। তিনি আরো দেখতে পান, ডান পা ভেঙ্গে গেছে এবং ডান হাতের কবজি থেকে রক্ত ঝরছে। আকাশের স্ত্রী বলেন, তাঁর স্বামী প্রস্রাব করতে চাইলে তিনি হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় তাঁর স্বামীকে টয়লেটে নিয়ে দেখতে পান, তাঁর পুরুষাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। প্রস্রাব বের হওয়ার সময় আকাশ জোরে আর্তচিৎকার দেন। আকাশ তাঁকে জানান, র‍্যাব তাঁকে নিয়ে তপনের বাড়ী যায় এবং তাঁর সামনে তপন ও রিক্তাকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করে। তিনি বলেন, তাঁদের ঘরের সব মালামাল জব্দ করে সকাল ১১.০০টার দিকে তাঁর স্বামীকে নিয়ে র‍্যাব চলে যায়। আঁখি বলেন, তাঁর স্বামীর নামে কোন থানায় কোন মামলা নেই; তিনি একজন কবুতর ব্যবসায়ী। তবে তিনি দাদা তপনের অস্ত্র, গুলি ও রাজনৈতিক বইপত্র তাঁর কাছে রাখতেন।

মালেকা বানু (৩০), তপনের প্রতিবেশী

মালেকা বানু *অধিকার*কে বলেন, ১৮ জুন ২০০৮ ভোর ৪.৪৫টার দিকে পাশের বাড়ীতে প্রচÉ গুলির আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি বলেন, ঘর থেকে বের হয়ে তিনি দেখেন, বাইরে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে এবং বহু র‍্যাব সদস্য তপনের বাড়ীর চারপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করছে। তিনি তপনের বাড়ীর দিকে যেতে চাইলে র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে বাধা দেন। পরে ১১.০০টার দিকে রিকশাভ্যানে করে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তপন ও রিক্তার লাশ দেখেন।

আনছার আলী, গ্রাম পুলিশ, বাড়াদী, সদর উপজেলা, কুষ্টিয়া

বাড়াদী গ্রামের বাসিন্দা আনছার আলী *অধিকার*কে বলেন, ১৮ জুন ২০০৮ সকাল ৭.৩০টার দিকে কুষ্টিয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) নেতৃত্বে পুলিশের ৫ সদস্যের একটি দলের সঙ্গে তিনি তপনের বাড়ীর ভিতরে যান। তিনি বলেন, তপনের বুকের বিভিন্ন জায়গায় এবং বাম বাহুতে তিনি মোট ছয়টি গুলির চিহ্ন দেখতে পান। তপনের পাশেই তিনি রিক্তার লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি বলেন, রিক্তার লাশের অবস্থা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, হয়তো মৃত্যুর আগে কারো সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি হয়েছিল। গুলিতে রিক্তার মাথার খুলি এবং মুখের ডান পাশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, সকাল ৮.০০টার দিকে সদর থানার এসআই মনির লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করেন। সকাল ১০.০০টার দিকে র‍্যাবের পাহারায় এসআই মনির লাশ দুটি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

মোমেনা (৫০), রিক্তার লাশের গোসলদানকারী

মোমেনা *অধিকার*কে বলেন, গোসল দেওয়ার সময় তিনি লক্ষ করেন, গুলিতে রিক্তার মাথার ডান পাশ গুলি উড়ে গেছে ও মগজ বেরিয়ে গেছে এবং বাম পায়ে এক পাশ দিয়ে গুলি ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

শিরিনা (১৮), রিক্তার বান্ধবী

শিরিনা *অধিকার*কে বলেন, রিক্তা ও তিনি একই স্কুলে পড়াশুনা করতেন। দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে লেখাপড়া ছেড়ে রিক্তা সংসারের হাল ধরেন। তিনি বলেন, রিক্তা কুষ্টিয়া শহর থেকে শাড়ী ও থ্রি-পিচ কাপড় কিনে এনে সেগুলোতে নকশা করে ঝিনাইদহে বিক্রি করতেন। বলেন, রিক্তার লাশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে শিরিনা বলেন, রিক্তার মাথার অর্ধেক ছিল না। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবী করেন।

আব্দুস সামাদ, তপন ও রিক্তার লাশের ময়নাতদন্তকারী ডাক্তার

ডাঃ আব্দুস সামাদ *অধিকার*কে জানান, ১৮ জুন ২০০৮ বিকেলে তিনি তপন ও রিক্তার লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করেন। তিনি বলেন, তপনের বুকে ও পাঁজরে ৬টি গুলির দাগ ছিল। ডাঃ সামাদ বলেন, গুলিতে রিক্তার মাথার ডান পাশের খুলি উড়ে যায়। তিনি আরো বলেন, তাঁর বাম পায়ের পাতায় আরেকটি গুলির চিহ্ন ছিল।

এসআই মনির হোসেন, তপন ও রিক্তার লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী, কুষ্টিয়া সদর থানা

মনির হোসেন *অধিকার*কে বলেন, ১৮ জুন সকালে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তিনি লাশ দুটির সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি বলেন, রিক্তার বাম পায়ের পাতায় গুলি লেগে ছিন্দ্র হয়েছিল এবং তাঁর মাথার ডান পাশে গুলি লেগে মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল।

মনির বলেন, তপনের পাসহ বুকের বিভিন্ন স্থানে মোট ৬টি গুলির চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন, তপনের নামে বিভিন্ন থানায় মোট ৫৩টি মামলা ছিল।

মোঃ বাবুল উদ্দিন সরদার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), কুষ্টিয়া সদর থানা

কুষ্টিয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) *অধিকার*কে বলেন, ১৮ জুন ২০০৮ সকাল ৬.০০টার দিকে র‍্যাব-১২ থেকে ফোন করে তাদের জানানো হয়, জনযুদ্ধের নেতা 'দাদা তপন' এবং তাঁর বাড়ীতে

অবস্থানরত নাছিমা আক্তার রিক্তা নামের একটি মেয়ে 'ক্রসফায়ারে' নিহত হয়েছেন। তিনি বলেন, এর পর পুলিশ ফোর্স নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যান। তিনি আরো বলেন, তাঁর নির্দেশে এসআই মনির লাশ দুটির সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করেন। *অধিকার*-এর সঙ্গে আলাপকালে ওসি বাবুল মন্তব্য করেন, একজন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীকে মারতে গিয়ে যদি ১০ জন ভাল মানুষ নিহত হলেও কিছু করার নেই।

ক্যাপ্টেন মাহমুদ, ক্রামই প্রিভেনশন কোম্পানী-১, র‍্যাব-১২

ক্যাপ্টেন মাহমুদ *অধিকার*কে বলেন, পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বরাত দিয়ে অসংখ্য খুন, ছিনতাই, ডাকাতি হচ্ছে। তিনি বলেন, মজার ব্যাপার হচ্ছে যে-কোন লোককে খুন করে খুনিরা পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি-এমএল জনযুদ্ধের লিফলেট ও পোস্টারের মাধ্যমে খুনের দায় স্বীকার করে, কিন্তু দীর্ঘ দিন চেষ্টা করেও ওইসব অপরাধীদের ধরা যাচ্ছিলো না। অবশেষে র‍্যাব জনযুদ্ধের ভিত্তি খুঁজে পায়। সোর্সের মাধ্যমে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি-এমএল জনযুদ্ধের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে র‍্যাব আব্দুর রশিদ মালিথা ওরফে তপন ওরফে 'দাদা তপনের' নাম জানতে পারে। তপনের খোঁজে র‍্যাব বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়। ১৮ জুন ২০০৮ খুলনার র‍্যাব-৬ ও কুষ্টিয়ার র‍্যাব-১২-এর প্রায় ৬০ জন সদস্য কুষ্টিয়ার উদিবাড়ী গ্রামে বিশেষ অভিযান চালায়। রাত ২.০০টার দিকে র‍্যাব সদস্যরা তপনের ভাই গোলাম হোসেন আকাশকে গ্রেপ্তার করেন। তিনি বলেন, আকাশের ভাষ্যমতে আকাশকে নিয়ে পাশের গ্রাম বাড়াদীতে অভিযান চালিয়ে র‍্যাব তপনের সন্ধান পায়। ক্যাপ্টেন মাহমুদ বলেন, রাত ৩.৪৫টার দিকে র‍্যাব সদস্যরা তপনের বাড়ীতে ঢোকার চেষ্টা করতেই তপন বাড়ীর ভিতর থেকে র‍্যাব সদস্যদের লক্ষ করে গুলি ছোঁড়েন। র‍্যাব সদস্যরাও পাল্টা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তপনের বাড়ীর ভিতরে ঢোকে। তপনকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে র‍্যাব সদস্যরা দেখতে পান তিনি গুলিতে নিহত হয়েছেন। তিনি জানান, তপনের সঙ্গে নাছিমা আক্তার রিক্তা নামের একটি মেয়ে ছিলেন। মেয়েটিও গুলিতে মারা যান। র‍্যাব কর্মকর্তা বলেন, মেয়েটির নামে কোন মামলা বা অভিযাগ ছিল না। তিনি বলেন, তপনকে মারতে গিয়ে আরো ১০ জন ভাল মানুষ মরলেও র‍্যাবের কিছু করার ছিল না।

-সমাপ্ত-